২১৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ছাত্রলীগ নেতাসহ ৪ জনকে ঢাকা ভার্সিটির আইন বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ

গিয়াস উদ্দিন রিমন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ইতিহাসে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম ও দলীয়করণের নজির সৃষ্টি করে গতকাল আইন বিভাগে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রার্থী, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও আইন অনুষদের ডীনের অনুপস্থিতিতে গত মঙ্গলবার একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিয়োগের সিলেকশন কমিটির খণ্ডিত সভায় বাছাইকৃত ৪ জন প্রার্থীকে লেকচারার পদে নিয়োগের সুপারিশ ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আইন বিভাগে ৫ জন লেকচারার নিয়োগের জন্য ভাইস চ্যান্সেলরসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পুনঃ পুনঃ চাপ সৃষ্টির পর সিলেকশন কমিটির সভা অনুষ্ঠান না করার জন্য শিক্ষক নিয়োগে মতামত প্রদানে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বিভাগীয় সিএন্ডডি কমিটির নিষেধ এবং আইন অনুষদের ডীন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিষেধকে তোয়াক্কা না করে

২০ এর পাতায় দেখুন

আইন বিভাগে শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত সভায় ১৯ জন প্রার্থীর মধ্যে উপস্থিত ৮ জন থেকে বাছাইকৃত ৪ জনকে গতকাল লেকচারার নিয়োগ করা হয়। তড়িঘড়ি করে নিয়োগ অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠানের প্রচলিত সময় পরিবর্তন করে গতকাল সকালে সিন্ডিকেট সভা করা হয়। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে কাজী মাহফুজুল হক স্বপনকে লেকচারারের স্থায়ী পদে এবং রুবাইয়্যা রহমান শরীফ, শাকিলা ফাহমিদা রহমান ও সেলিম মাহমুদকে লেকচারারের ছুটিজনিত কথিত শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত সেলিম মাহমুদ সরকারী ছাত্র সংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ক সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একাডেমিক কমিটি তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গত ১০ অক্টোবর বিধি লংঘনের জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সিদ্ধান্তে বলা হয়, সেলিম মাহমুদ বিধি লংঘন করে ৮ ডিসেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছে। অথচ'

গত ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার অফিস থেকে দেয়া লেকচারার প্রার্থীদের বিবরণীতে বলা হয়েছে, সেলিম ঐদিন পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছে। এমনকি তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করেছেন বলে বিবরণীতে উল্লেখ করা হলেও তার আবেদনপত্রের সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন ছিল না। সেলিম ৩টি প্রথম শ্রেণী ও ১টি ২য় শ্রেণীর অধিকারী। অথচ নিয়োগ না পাওয়া আবেদনকারীদের মধ্যে ৬ জন রয়েছেন ৪টি প্রথম শ্রেণীর অধিকারী এই সেলিমই ১৯৯৪ সালে আইন অনুষদের ডীন অফিসে সশস্ত্র হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অথচ গত জুন মাস থেকে ভিসি তাকে প্রথমে এডহক ভিত্তিতে ওপরে ছুটিজনিত শূন্যপদ দেখিয়ে তাতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের প্রচলিত নিয়ম-রীতিকে চরমভাবে উপেক্ষা করে এই নিয়োগের প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। এটি শিক্ষকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে যে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দলীয় বিবেচনায় আইন লংঘন করে আইন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যেখানে মেধাবী ও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক বলেন, বর্তমান ভিসির গত ১৫ মাসে শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে চরম অনিয়ম-দলীয়করণের পরও স্বেচ্ছাচারিতা যেভাবে অব্যাহত রয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কার্যত ভেঙ্গে পড়বে।